ELRHA- প্রজেক্টের কার্যক্রম ঃ

গবেষণায় দেখা গেছে মানবিক বিপর্যয়পূর্ণ পরিবেশে (Humanitarian Contexts) যারা মানসিক স্বাস্থ্য সেবা দেন তাঁদের ভেতর নানান ধরণের মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা যায়। যেমনঃ বিষণ্নতা, উদ্বেগ, কাজের প্রতি আগ্রহ কমে যাওয়া, এবং সামগ্রিকভাবে জীবনমান কম অনুভূত হওয়া। মানসিক স্বাস্থ্য পেশাজীবীদের ভেতর এ সকল প্রতিক্রিয়া দূর করার জন্য ক্লিনিক্যাল সুপারভিশন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রসঙ্গত, ক্লিনিক্যাল সুপারভিশন মানসিক স্বাস্থ্য সেবায় একটি অপরিহার্য উপাদান। যেসব সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের মানসিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করছে তাঁদের ভেতর ক্লিনিক্যাল সুপারভিশন এবং এর গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণাও অপ্রতুল। এমন অবস্থায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগ একটি গবেষণা প্রকল্প পরিচালনা করছে যেখানে কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্পে কর্মরত মানসিক স্বাস্থ্য পেশাজীবীদের (নির্ধারিত কিছু প্রতিষ্ঠান থেকে নির্বাচিত যেসব প্রতিষ্ঠানের সাথে উক্ত বিভাগের সমঝোতা স্বারক স্বাক্ষর করা হয়েছে) ক্লিনিক্যাল সুপারভিশন প্রদান করা হবে এবং ক্লিনিক্যাল সুপারভিশন তাঁদের মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নে কোন ভূমিকা রাখছে কিনা সেটা যাচাই করা হবে। শুধু তাই নয়, ক্লিনিক্যাল সুপারভিশন মানসিক স্বাস্থ্য পেশাজীবীদের কাছ থেকে সেবা নেওয়া রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ভেতর কি ধরণের প্রভাব (যেমনঃ সেবা সম্পর্কিত সন্তুষ্টি) তৈরি করছে সেটিও যাচাই করা দেখা হবে। এই গবেষণা প্রকল্পটির সামগ্রিক তত্ত্বাবধান করছে অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস বিশ্ববিদ্যালয় এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান করছে যুক্তরাজ্য ভিত্তিক ই.এল.আর.এইচ.এ (Enhancing Learning and Research for Humanitarian Assistance) নামক একটি প্রতিষ্ঠান। এই গবেষণা প্রকল্পটি বাংলাদেশ ছাড়াও তুরস্কের কচ বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে সিরিয়া-তুরস্কেও পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশ অংশের গবেষণার প্রকল্প পরিচালক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ কামরুজ্জামান মজুমদার। একজন পিএইচডি গবেষককে এই প্রকল্প থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। মানবিক বিপর্যয়পূর্ণ পরিবেশে মানসিক স্বাস্থ্য পেশাজীবীদের মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নে কাজ করার পাশাপাশি বিজ্ঞানসম্মমত একাডেমিক জ্ঞান তৈরির করার ব্যাপারে এই গবেষণা প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।